বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৪/২০১৯

জনাব আল আমিন — ফরিয়াদি
পিতা: মো: আল হাককু
বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: দুর্গাপ্রসাদ
পোষ্ট: মঙ্গলের গাঁও
উপজেলা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।

বনাম

জনাব প্লাবন রাজু — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
দৈনিক সকাল বার্তা
ঠিকানা: ২৮০/২, বঙ্গবন্ধু সড়ক
নিউ চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা — সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ১৪/০৯/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	: ৩০/০৯/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জিঃ

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সকাল বার্তা পত্রিকায় ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে ফরিয়াদির বক্তব্য হলো যে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ তথ্য মিথ্যা। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে ফরিয়াদির ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি নিবেদন করেন যে প্রকাশিত প্রতিবেদন দ্বারা মান সম্মানের হানি করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে:

"গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন কোটি কোটি টাকা।"

এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক এর কাছে তিনি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদক প্রতিবাদলিপি মোটেও ছাপেননি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

ফরিয়াদি প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে তিনি সোনারগাঁও জেলা নারায়ণগঞ্জ থেকে সুনামের সহিত বাংলাভিশন ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় সোনারগাঁও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন

করে আসছেন। গত ২৯ আগস্ট ২০১৯ তাঁর বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক "সকাল বার্তা" পত্রিকায় তাঁকে জড়িয়ে উদ্দেশ্যমূলক এবং মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে, যা আদৌ সত্য নয়। "সকাল বার্তা" পত্রিকা সংবাদে প্রকাশ করে তার নিকট ১ (এক) লক্ষ টাকা দাবি করে; অন্যথায় প্রকাশক আরো সংবাদ প্রকাশের হুমকি দেয়।
তাঁর বিরুদ্ধে ২৯ আগস্ট বাংলাভিশন ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের নাম ভাঙ্গিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামে সোনারগাঁয়ে আল আমিনের কোটি টাকার প্রতারণা শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে, যার কোনো ভিত্তি নেই; বরং এতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে ।
"সকাল বার্তা" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক প্লাবন রাজু নারায়ণগঞ্জ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন।

ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি নিম্নরূপ (হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো):

তারিখ: ০২/০৯/২০১৯
বরাবর
সম্পাদক দৈনিক সকাল বার্তা

বিষয়: প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানো প্রসঙ্গে।

জনাব,
সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন, এই যে, ২৯ আগস্ট ২০১৯খ্রি. দৈনিক সকাল বার্তা পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলক ও সম্পূর্ণ বানোয়াট। তাই, এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য অনুরোধ করছি।
মো: আল আমিন
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও বাংলাভিশন, সোনারগাঁ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ।
"দৈনিক সকাল বার্তা পত্রিকায় ২৯ আগস্ট ২০১৯খ্রি. প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাভিশন ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের সোনারগাঁ প্রতিনিধি এবং সোনারগাঁয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মো: আল আমিন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।
প্রতিবাদলিপিতে মূল বক্তব্য হিসেবে তিনি দাবি করেন, প্রকাশিত সংবাদে তাঁকে জড়িয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট। তাতে আরও বলা হয়, তাঁর সম্মানহানি করার লক্ষ্যে এ ধরণের মিথ্যা বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন অত্যন্ত ভালো, যা স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ প্রশাসনের সব বিভাগে সবাই অবগত আছেন। এলাকায় আমি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।
চাকুরির কথা বলে টাকা আত্মসাৎ, কর্মচারির টাকা আত্মসাৎসহ যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোনো সত্যতা নেই। আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ হাসিল না হওয়ার কারণে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনা করায় একটি কুচক্র মহল আমার দীর্ঘদিনের সুনাম, যশ, খ্যাতিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য এ ধরনের ঘৃণ্য এবং মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে। আমি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ও অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে আমার মেধা দিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সুনাম বৃদ্ধিতে চেষ্টা করছি যা, ভবিষ্যতে আরো প্রসারিত হবে। আমি এ ধরনের ঘৃণ্য, মনগড়া ও মিথ্যা সংবাদ এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।"

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, গত ২৯ আগস্ট ২০১৯খ্রি. দৈনিক সকাল বার্তা "বাংলাভিশন ও বাংলাদেশ প্রতিদিন এর নাম ভাঙ্গিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামে সোনারগাঁয়ে আল আমিনের কোটি কোটি টাকা প্রতারণা" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি ভুক্তভোগীদের প্রাপ্ত অভিযোগ ও তাদের বক্তব্য, অভিযুক্ত আল আমিনের বক্তব্য, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সম্পাদক জনাব নঈম নিজাম ও বাংলাভিশন এর হেড অব নিউজ জনাব মোস্তফা ফিরোজের বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অভিযুক্ত আল আমিনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিনের ঘুষ গ্রহণ করে চাকুরি প্রদান ও ঘুষ নিয়ে চাকুরি না দিয়ে প্রতারণাসহ নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একটি অভিযোগ সোনারগাঁয়ের মো: শরীফ মিয়া ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি অভিযোগ দাখিল করেন। এর অনুলিপি প্রদান করা হয় দুদক ও র‍্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জকে।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে প্রকল্প দপ্তর থেকে জনাব আইয়ুব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তদন্তে ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিনকে দোষী সাবস্ত করা হয়। ফলে শাস্তিস্বরূপ তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। ২০১৮ সালে আল আমিন পুনরায় সোনারগাঁয়ে ফিরে আসে।

আগস্ট ২০১৯খ্রি. সোনারগাঁ উপজেলার কেয়ারটেকার শাহাদাত আমিনসহ নূরুল আলম শাহ্জাহান, আব্দুল বাতেন বিল্লাহ, শেখ ফরিদ, কেএম কাউছার আহমেদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক বরাবর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সোনারগাঁয়ের ফিল্ড সুপাইভাইজার আল আমিনের ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে লিখিত অভিযোগ করেন, অভিযোগে আল আমিন যাদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন এমন ১৬ জনের নাম, কেন্দ্রের নাম, টাকার পরিমাণ ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে আল আমিনকে সোনারগাঁ থেকে বন্দর উপজেলায় বদলি করা হয়।

সোনারগাঁও উপজেলা শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ওমর ফারুক হচ্ছে অভিযুক্ত আল আমিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ঘুষ গ্রহণ, নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে ২০১৫ সালে ইসলামি ফাউন্ডেশন থেকে সে চাকরিচ্যুত হয়। গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আল আমিন নিরীহ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদেরকে নানাভাবে নাজেহাল করে আসছে। তারই একটি নমুনা হলো নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক নারায়ণগঞ্জের আলো ৩নং পাতায় 'দুর্নীতিরাজ মডেল কেয়ারটেকার শাহাদাত আমিনের বিরুদ্ধে নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ করেন আল আমিন। সংবাদে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুরের সোনাপুর বাজার মসজিদে ইমামতির চাকরি পান শাহাদাত আমিন। তিনি একজন নারীলোভী, দু:শ্চরিত্র ও লম্পট। সাত বছরের একটি শিশু তার (শাহাদাত আমিন) লাম্পট্যের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এরপর শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাওলানা শাহাদাত আমিন ৪০ হাজার টাকা দিয়ে সে রক্ষা পান। এমন সব যা মিথ্যা কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে একজন নিরীহ মসজিদের ইমামের চরিত্র হনন করে আল আমিন। ওই ইমামের অপরাধ সে আল আমিনের নানা দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের ফিরিস্তি উল্লেখ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অন্যদের সাথে লিখিতভাবে জানান। শুধু তাই নয়, গণমাধ্যমে এমন মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেই ক্ষ্যান্ত হননি আল আমিন। এই ইমামকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে মোসা: রোকসানা (৩২) নামের এক মহিলাকে দিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তের জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি)কে নির্দেশ দেন। এই প্রেক্ষিতে ২৫/০৯/২০১৯ খ্রি. বাদি ও বিবাদীকে ওই কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপর্যুক্ত দিবসে ওই অফিসে বিবাদী শাহাদাত আমিন উপস্থিত হলেও বাদি মো: রোকসানা উপস্থিত হননি।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁও) আসনের সংসদ সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকার বাসভবনে নগরীর আমলাপাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কয়েকজন কর্মকর্তা, কয়েকজন সাংবাদিক, ঘটনার মূলহোতা, মিথ্যা মামলা দায়েরকারী ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশকারী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সোনারগাঁও উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিন ও প্রতিপক্ষ সোনারগাঁ উপজেলা কাঁচপুরের সোনাপুর বাজার মসজিদে ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিন ও প্রতিপক্ষ সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুরের সোনাপুর বাজার মসজিদে ইমাম এবং উপজেলার কেয়ারটেকার শাহাদাত আমিনকে নিয়ে এক সমঝোতা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগসমূহ তুলে নেবেন ও সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে মোসা: রোকসানা কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগ তুলে নেবেনসহ ১০ টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সোনারগাঁও থানায় এ সংক্রান্তে দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহারেরও আবেদন করা হয়। তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগসমূহ তুলে নেবেন ও সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে মোসা: রোকসানা কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগ তুলে নেবেনসহ ১০টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে আল আমিনসহ ৭ জন স্বাক্ষর করেন। একই সময়ে সোনারগাঁ থানায় এ সংক্রান্তে দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহারেরও আবেদন করা হয়।

পরবর্তীতে ওই মোসা: রোকসানাকে দিয়ে মাওলানা মো: শাহাদাত আমিনকে আসামি করে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও আদালত, নারায়ণগঞ্জ-এ একটি কোর্ট পিটিশন মামলা দায়ের করেন। কোর্ট পিটিশন মামলা নং-৩৩৪/১৯ তারিখ: ০১/১০/২০১৯খ্রি. বিষয়টি তদন্তের জন্য বিজ্ঞ আদালত পিবিআইকে নির্দেশ দেন। পিবিআই'র তদন্তকারী কর্মকর্তা তফসীর উদ্দিন ঘটনাটি ব্যাপক তদন্ত করে ২৬/১০/২০১৯খ্রি. বিজ্ঞ আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় উপর্যুক্ত শাহাদাত আমিন এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সোনারগাঁ উপজেলা ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিন কর্তৃক সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর সোনাপুর বটতলা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মো: শাহাদাত আমিনের বিরুদ্ধে জনৈক রোকসানাকে দিয়ে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ সংক্রান্ত মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিকার চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর একটি আবেদন করেন।

সেই আবেদনের অনুলিপি প্রদান করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনারগাঁ অফিসার ইনচার্জ, সোনারগাঁও।

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার গল্প শুধু প্রতারকরাই সাজাতে পারে। একজন পেশাদার সংবাদকর্মী কখনো এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত হতে পারেনা বলে তাঁর বিশ্বাস। আর আল আমিন সকাল বার্তা অফিসে কোনো প্রতিবাদই পাঠাননি। আর পাঠালেও তা আমাদের হস্তগত হয়নি। প্রতিবাদলিপি হাতে পেলে অবশ্যই তা সংবাদের ন্যায় গুরুত্বের সাথে ছাপানো হতো। আর অভিযুক্ত আল আমিনের কাছে কে টাকা চেয়েছে তা আমার বোধগম্য নয়। আমি কিংবা সকাল বার্তা প্রতিদিনের কোনো স্টাফ তার কাছে টাকা দাবি করেছে এমন প্রমাণ থাকলে তা উপস্থাপনের দাবি জানাচ্ছি। আল আমিন এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ উপস্থাপন করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছেন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, ২৯ আগস্ট ২০১৯খ্রি. সকাল বার্তা প্রতিদিনে প্রকাশিত সংবাদটি অনুরূপভাবে নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক শীতলক্ষা, দৈনিক ডান্ডিবার্তা ও দৈনিক নীরবাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সব পত্রিকাগুলোতে কোনো প্রকারের প্রতিবাদ দেননি আল আমিন। এমন কি তাদের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলেও কোনো অভিযোগ করেননি। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে এই মামলায় জড়িয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন এই আলোচিত আল আমিন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, আল আমিনের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাওঁ উপজেলার সোনারগাঁও পৌরসভার সাবেক কমিশনার সালমা আক্তার একটি মামলা দায়ের করেন। যার নং-সিআর ১৯৭/১৭, তারিখ ০২/০৪/২০১৭। সেই মামলাটি বিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ওই মামলা থেকে বাঁচতে আল আমিন কয়েকটি তারিখ আদালতে হাজিরা না দিয়ে সময় চেয়ে কালক্ষেপণ করছেন বলে আদালতের একটি সূত্রে জানায়। এই আল আমিন এলাকার নিরীহ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নানাভাবে হয়রানি করছে এমন নজিরও রয়েছে। প্রয়োজনে, এই ব্যাপারে যথাযথ সাক্ষীও হাজির করা যাবে।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, গত ২৯ আগস্ট ২০১৯ দৈনিক সকাল বার্তা পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলক এবং সম্পূর্ণ বানোয়াট। প্রতিবেদনে তাঁর কোনো বক্তব্য না নিয়ে ফরিয়াদির বিরুদ্ধে মনগড়া সংবাদ প্রকাশ করে। এমনকি সংবাদে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সম্পাদক নঈম নিজাম ও বাংলাভিশন এর হেড অব নিউজ জনাব মোস্তফা ফিরোজের সাথে কথোপকথনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়। বরং এর কয়েকদিন পরেই তার নাম দিয়ে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লিড নিউজ ছাপা হয়েছে। যা এর সাথে সংযুক্ত করা হলো। আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার সাথে ফরিয়াদির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কারণ এই নিয়োগ কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, ফিল্ড সুপারভাইজার, সদস্য-উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদস্য থানার ওসি এবং সদস্য উপজেলা জামে মসজিদের খতিব। এই ৫(পাচঁ) জনের স্বাক্ষরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেখানে তাঁর অনিয়ম করার কোনো সুযোগ নেই।

নিয়োগে অনিয়মের কথা উল্লেখ করে যাদের নাম উপস্থাপন করেছে তিনি তাদের আদৌ চেনেননা। বরং এসব ব্যক্তি নিজেদের ভুল স্বীকার করে নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁও উপজেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের কেয়ারটেকার শাহাদাত আমিনের বিচার চেয়ে লিখিত দিয়েছেন। পরে শাহাদাত নিজের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে লিখিত দেন যে, কারো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রলোভনে পড়ে তিনি এহেন কাজ করেছেন। যার সম্পূর্ণ কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, মাওলানা ওমর ফারুক নামে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর সাথে আমার কোনো সখ্যতা নেই এমনকি তার সাথে ফরিয়াদির পরিচয়ও নেই।

ফরিয়াদি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সাংবাদিকতা করে আসছেন। ফরিয়াদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকার নজরে গেলে তিনি তদন্ত করে সত্যতা যাচাই করেন। তাতে তিনি ফরিয়াদির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পেয়ে ফরিয়াদি কর্তৃপক্ষের কাছে ফরিয়াদিকে সোনারগাঁও থেকে বদলি না করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করেন।

নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁ উপজেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ২১২জন শিক্ষক শাহাদাত আমিনের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হন। যার প্রতিবাদে তারা শাহাদাত আমিনের বিচার চেয়ে ও অভিযোগ মিথ্যা বলে গণস্বাক্ষর করেন।

শাহাদাত আমিন নিজের অনিয়ম ও অপরাধ ঢাকতে ফরিয়াদির বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ষড়যন্ত্র শুরু করেন বরং তাঁর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে নারী নির্যাতন মামলা চলমান রয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ থাকে যে, ফরিয়াদির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার পর সকাল বার্তার সম্পাদক প্লাবন রাজুর বরাবর প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এছাড়া প্রতিবাদ ছাপানোর

জন্য প্লাবন রাজুর বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ না করে ফরিয়াদির কাছে একলাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না দেয়ায় এরপর ফরিয়াদির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করে।

প্লাবন রাজু শুধু ফরিয়াদির বিরুদ্ধে নয় নারায়ণগঞ্জ জেলা এনটিভির প্রতিনিধি নাফিজ আশরাফ, যমুনা টেলিভিশনের আমির হোসেন ইসমিত, সময় টেলিভিশনের সৈকত, এটিএন বাংলার আব্দুল সালাম, প্রথম আলোর সোনারগাঁ প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান মনির, যুগান্তরের আল আমিন তুষার, কালের কণ্ঠের আসাদুজ্জামান নূর, এশিয়ান টেলিভিশনের পনির ভূইয়াসহ আরো অনেকের বিরুদ্ধে।।
উল্লেখ্য সকাল বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক প্লাবন রাজু একজন সরকারি চাকুরিজীবী। তিনি গজারিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজে কর্তব্যরত ছিলেন। এখন তিনি পটুয়াখালিতে রয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী তিনি কোনো পত্রিকা প্রকাশনার সাথে যুক্ত থাকতে পারেন না। কিন্তু তিনি অদৃশ্য ইশারায় নিজের মালিকানাধীন সকাল বার্তা পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছেন।
অতএব, জনাবের নিকট প্রার্থনা ফরিয়াদি যাতে সুষ্ঠ বিচার পেতে পারে তার সুব্যবস্থা দানে জনাবের মর্জি হয়।

যুক্তিতর্ক:

বাদি নিজেই তাঁর মামলা পরিচালনা করেন। মামলাটি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি করা হয়। ফরিয়াদি তাঁর আর্জি, প্রতিউত্তর ও প্রতিপক্ষের জবাবসহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর আর্জির বক্তব্যের আলোকে নিবেদন করেন যে প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকা দৈনিক সকাল বার্তা ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে "বাংলাভিশন ও বাংলাদেশ প্রতিদিন এর নাম ভাংগিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামে সোনারগাঁয়ে আল আমিনের কোটি টাকার প্রতারণা" শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ আপত্তিজনক প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রকাশ করে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করেছে। এতে ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন প্রকাশিত সংবাদ এর কোনো ভিত্তি নেই বরং মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। তিনি আরও নিবেদন করেন দৈনিক সকাল বার্তায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে ফরিয়াদির নিকট ১ (এক) লক্ষ টাকা দাবি করে অন্যথায় প্রকাশক আরো সংবাদ প্রকাশের হুমকি দেয়। এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক এর নিকট প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদক প্রতিবাদলিপিটি ছাপেননি। ফরিয়াদি তাঁর দাখিলকৃত প্রতিউত্তরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। আল আমিনসহ অন্যান্যরা যে অভিযোগ করেন তা মিথ্যা এবং সকলেই তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি প্রেস কাউন্সিল আইনের বিধি বিধান অনুসারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।
প্রতিপক্ষের পক্ষে দৈনিক সকাল বার্তার সম্পাদক নিজেই তাঁর মামলা পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যনির্ভর বলে নিবেদন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি অংশই যাচাই বাচাই করে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন যে ফরিয়াদি প্রকারান্তরে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং মাননীয় এমপির মধ্যস্থতায় সকল অভিযোগ মীমাংসা হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকুরি করেন কিন্তু একটি টেলিভিশন ও একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছেন। টেলিভিশন এবং পত্রিকার প্রতিনিধির হওয়ার প্রেক্ষিতে ফরিয়াদি এই দুইটি পদবি তাঁর অপকর্মের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ মাননীয় এমপিকে প্রভাবিত করে সকল প্রকারের সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন। আর এর ফলে তিনি তাঁর প্রতারণার পরিধি বৃদ্ধি করে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘুষ দুর্নীতি করার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন যে সরকারের কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণ করে তিনি সাংবাদিক পেশায় কাজ করেন কিভাবে এটা জনগণের প্রশ্ন এবং আমাদেরও প্রশ্ন। পত্রিকা এবং টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ জেনে শুনে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে রেখেছেন এবং এই সুযোগে ফরিয়াদি তাঁর অন্যায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে

ফরিয়াদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করা হয় এবং তিনি ২০১৮ সালে তদবির করে পুনরায় সোনারগাঁওয়ে ফিরে আসে। তারপর তাকে অভিযোগের ভিত্তিতে সোনারগাঁও থেকে সদর উপজেলায় বদলি করা হয় এবং এ সমস্ত ঘটনা কিন্তু তথ্যনির্ভর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তিনি আরও নিবেদন করেন যে সোনারগাঁও উপজেলা কাঁচপুরের সোনাপুর বাজার মসজিদের ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিন (ফরিয়াদি) আর সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুরের সোনাপুর মসজিদের ঈমাম এবং উপজেলার কেয়ারটেকার হলেন শাহাদাত আমিন। উনারা দুজনে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন এবং মোসা: রোকসানা নামক এক মহিলারও সংশ্লিষ্টতা আছে বলে প্রকাশ করে। মাননীয় এমপির মধ্যস্থতায় সকল বিষয় সমঝোতা হয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আল আমিন ঐ মহিলাকে দিয়ে শাহাদাত আমিনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে এক মিথ্যা মামলা রুজু করেন যা পরবর্তীতে পুলিশ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এইভাবে ফরিয়াদি এলাকায় তাঁর সাংবাদিকতার ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন তিনি ফরিয়াদি থেকে কোনো প্রতিবাদপত্র পাননি, পেলে নিশ্চয়ই তা ছাপাতেন। পরিশেষে, তিনি নিবেদন করেন যে তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেনি বরং মানুষের দু:খকষ্ট লাঘবের জন্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছেন। তিনি ফরিয়াদির অভিযোগটি নামঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ফরিয়াদি এবং প্রতিপক্ষ সকাল বার্তার সম্পাদক এর বক্তব্য শুনা হলো। ফরিয়াদির আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব এবং দৈনিক সকাল বার্তায় প্রচারিত ২৯ আগস্ট ২০১৯ এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হলো এবং ফরিয়াদি এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিবেচনায় নেওয়া হলো। অভিযোগের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রগুলি পর্যালোচনা করা হলো। প্রচারিত প্রতিবেদনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ কর হলো এবং আর্জিতে উল্লেখিত বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা হলো। প্রতিবেদনটিতে ফরিয়াদি সোনারগাঁও উপজেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ফিল্ড সুপারভাইজার হিসেবে তাঁর দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে গণমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে এর ক্ষমতা ব্যবহার করে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যা কেউ অভিযোগ করলেই তিনি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে অভিযোগকারীদেরকে ভয়ভীতি দেখান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ চাকুরি দেবেন বলে বিভিন্ন মানুষের নিকট থেকে বিভিন্ন হারে টাকা গ্রহণ করেছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। পত্রিকায় বিভিন্ন সাব হেডিং এর মাধ্যমে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সর্বশেষ সাবহেডিং ফরিয়াদির ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে প্রতিপক্ষ অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন বাংলাভিশন এর হেড অব নিউজ জনাব মোস্তফা ফিরোজ এর নিকট এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক জনাব নঈম নিজাম এরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বক্তব্য প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। জনাব নঈম নিজাম ফরিয়াদি তাদের প্রতিনিধি নয় মর্মে জানিয়েছেন তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। ফরিয়াদি তাঁর প্রতিউত্তরে কথিত মতে দুর্নীতি করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং ফরিয়াদির বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের লোকেরা সোনারগাঁও উপজেলার কেয়ারটেকার শাহাদাত আমিনকে ব্যবহার করে এই সমস্ত অনৈতিক কাজ করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষ স্বীকার করে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফরিয়াদির প্রতিবাদপত্র পায়নি বলে প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেছেন। কাগজপত্র পরীক্ষা কালে দেখা যাচ্ছে ফরিয়াদি কাউন্সিলে মামলা রুজু করেছেন ০১/০৯/২০১৯ তারিখে এবং ঐ তারিখে সম্পাদক সকাল বার্তার নিকট একটি পত্র প্রেরণের রশিদপত্র দাখিল করেছেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে ফরিয়াদি মামলা রুজু করার দিনই প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেছেন। সুতরাং,এতে ফরিয়াদি মামলা রুজু করার পূর্বে নোটিশ প্রেরণের দাবি প্রমাণিত হয়না।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ০২/০৯/২০১৯ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত চিঠি পাননি বলে দাবি করেন।

সমস্ত কাগজপত্র ও যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে ফরিয়াদি একজন অধ:স্তন সরকারি কর্মচারী । তিনি রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না।
তিনি সাংবাদিক হওয়ার কারণে সমস্ত সুবিধা ভোগ করছেন এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে প্রভাবিত করে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন বলে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।
ফরিয়াদির দাখিলকৃত কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁকে বর্তমান স্থান থেকে অন্যত্র বদলি না করার জন্য স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট ডিও লেটার পাঠিয়েছেন।

ডিও লেটারটি নিম্নরূপ: (হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো)

লিয়াকত হোসেন খোকা
সংসদ সদস্য
২০৬, নারায়ণগঞ্জ-৩
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

স্মারক নং- জা.সং.স.-২০৬/নারাঃগঞ্জ-৩/সোনারগাঁ-২০১৯/৬৭ তারিখঃ ২৬ আগস্ট, ২০১৯খ্রি.

"বরাবর
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ সোনারগাঁ উপজেলাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ শাখা হতে মোঃ আল আমিন'কে বদলি না করা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, মোঃ আল আমিন ইলামিক ফাউন্ডেশন, সোনাগাঁ উপজেলায় ফিল্ড সুপাইভাইজার পদে দায়িত্বের সাথে বহু স্থানীয় কল্যাণমূলক তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এমন কাজে তিনি জড়িত আছে। অতএব কারো মিথ্যা প্ররোচনায় যারা অনিয়ম করে যাচ্ছে তাদের কারণে মোঃ আল-আমিন'কে বদলি করা না হয়। উল্লেখ্য যে, তিনি আমার নির্বাচনী এলাকা ২০৬, নারায়ণগঞ্জ-৩ সোনারগাঁ উপজেলার একজন স্থানীয় বাসিন্দা।

অতএব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ উপজেলা হতে মোঃ আল আমিন'কে বদলি না করার জন্য সুপারিশ করছি।"

এতে বুঝা যাচ্ছে ফরিয়াদি অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালী। দাখিলি কাগজপত্র থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ফরিয়াদি স্থানীয় এমপির অফিস ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত অভিযোগ মীমাংসা করে নিয়েছেন এবং অভিযোগকারীদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছেন।
প্রচারিত প্রতিবেদনটি মিথ্যা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করার দাবি সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মামলা রুজু করার পরে আর নতুন করে প্রতিবেদন ছাপানো অন্যায় কিন্তু প্রতিবাদপত্র ছাপালে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয় না। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটি পেলে নিশ্চয়ই ছাপাতেন বলে তাঁর বক্তব্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।
সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে ফরিয়াদি তাঁর অভিযোগ নিখুঁতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
ফরিয়াদির অভিযোগ, প্রতিউত্তর, প্রতিপক্ষের জবাব দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং পক্ষগণের যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে

ফরিয়াদি তাঁর অভিযোগ সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, তিনি তাঁর প্রার্থনা মতে প্রতিকার পেতে পারেন না। এক্ষণে তাঁর অভিযোগ বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।
প্রতিপক্ষকে ভবিষ্যতে ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে আরও বেশি সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
রায়ের অনুলিপি বাংলাভিশন ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হোক।
এছাড়া একটি অনুলিপি তাদের বিবেচনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উপ-পরিচালক এর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য